তারিখ ... 31 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

প্রথম আলো

চিঠি দিয়ে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে বলেছে কর্তৃপক্ষ

স্যার জন উইলসন স্কুলের ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে স্কুলে ফেরার সুযোগ হলো স্যার জন উইলসন স্কুলের দুই শিক্ষার্থীর। তাদের বাবার সঙ্গে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডাকে কেন্দ্র করে দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

গতকাল বুধবার এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি দুই শিক্ষার্থীর বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বহিষ্কারাদেশ স্থগিত করে গত মঙ্গলবার রায় দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। আজ বৃহস্পতিবার ওই দুই শিক্ষার্থী স্কুলে যাবে বলে জানিয়েছেন তাদের বাবা মিনহাজ আহমেদ।

মিনহাজ আহমেদ গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, দুপুরের দিকে আইনজীবী আদালতের আদেশ জানিয়ে একটি সনদ স্কুলে পাঠান। তার পরিপ্রেক্ষিতেই বিকেলে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে একটি চিঠি দিয়েছে।

স্কুলের প্রিন্সিপাল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মীর্জা টি এইচ বেগের সই করা ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'মহামান্য আদালতের আদেশ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মনিরুজ্জামান আসাদের পাঠানো চিঠিটি আমরা পেয়েছি। আদালতের আদেশ মেনে এবং শিশুদের শিক্ষার স্বার্থে আমরা আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনি চাইলে অবিলম্বে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে পারেন।'

মিনহাজ আহমেদ বলেন, 'চিঠির কোথাও বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে, এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তাই বিষয়টি এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবু আজ আমরা তাদের নিয়ে স্কুলে যাব।'

মিনহাজ বলেন, অভিভাবকেরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে জিম্মি হয়ে থাকেন। স্কুল যা বলে, তা-ই করতে হয়। ভবিষ্যতে অন্য কোনো বাচ্চা এবং তার অভিভাবককে যেন এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়, সে জন্যই আমাদের এই লড়াই ছিল।'

১০ মার্চ অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী মালিহা মুসকান আহমেদ ও প্রথম শ্রেণির ছাত্র মানইউ আহমেদকে বহিষ্কার করে স্যার জন উইলসন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ২৪ মার্চ স্কুল কর্তৃপক্ষের ওই বহিষ্কারাদেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন তাদের বাবা মিনহাজ আহমেদ। মঙ্গলবার শুনানি শেষে আদালত স্কুল কর্তৃপক্ষের বহিষ্কারাদেশ স্থগিত করেন। জানতে চাইলে স্কুলের প্রিন্সিপাল মীর্জা টি এইচ বেগ *প্রথম আলোকে* বলেন, কোর্টের আদেশ যেভাবে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ীই চিঠি দেওয়া হয়েছে। বহিষ্কারাদেশের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সে ব্যাপারে আমি কিছু বলব না।' তবে তিনি বলেন, 'আপনারা একপেশে সংবাদ দিয়েছেন।'

বাবার ভুলের কারণে বাচ্চাদের বহিষ্কারের যৌক্তিকতা কতটুকু জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তাকে অনেকবার বিষয়টি মীমাংসা করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজের জায়গায় অনড় ছিলেন। বাচ্চাদের বহিষ্কারের জন্য স্কুল নয়, তাদের বাবাই দোষী।'

১০ মার্চ মিনহাজ আহমেদ ছেলেকে আনতে গেলে স্কুলের অভ্যর্থনাকক্ষে এক কর্মীর সঙ্গে তাঁর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়ে কথা হয়। প্রসঙ্গক্রমে মিনহাজ বলেন, স্কুলের মাঠটি খুব ছোট। এ সময় অভ্যর্থনাকক্ষের কর্মী ছোট মাঠের বিষয়টি প্রকল্প পরিচালককে জানাতে বলেন। একপর্যায়ে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে নিজেকে প্রকল্প পরিচালক পরিচয় দিয়ে কথা বলতে চান। এরপর মাঠ নিয়ে তাঁর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। ওই দিন বিকেলেই দুই শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ-সংক্রান্ত চিঠি পাঠায় স্কুল কর্তৃপক্ষ।